ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষেপ

আবুল বাশার বুলবুল

বাংলা ভাষা একটি প্রাচীন গৌরবদীপ্ত সমৃদ্ধ ভাষা। ১৯১১ সালকে বাংলা ভাষা আন্দোলনের সূচনা কাল বলা চলে। সূচনা পর্বের তিনজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হলেনঃ (১) নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, (২) জ্ঞানতাপস ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং (৩) মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ। ১৯১১ সাল থেকেই সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বাঙালি মুসলমানদেরকে বাংলাভাষা সম্পর্কে সচেতন করতে শুরু করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন। লিখিত প্রস্তাবে তিনি বলেন, "ভারতের রাষ্ট্রভাষা যাই হোক বাংলার রাষ্ট্রভাষা করতে হবে বাংলাভাষাকে।" একইভাবে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং মওলানা আকরাম খাঁ জোড়ালোভাবে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার দাবী তুলে ধরেন বিভিন্ন প্রবন্ধ ও নিবন্ধে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরুতেই উর্দুকে নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত শুরু হয়। যদিও পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের অর্ধেকের বেশি মানুষের ভাষা বাংলা। অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা হল পশতু, পাঞ্জাবী, সিন্ধি ইত্যাদি। পাকিস্তানের জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ ভাগ কথা বলত বাংলা ভাষায় আর মাত্র ৬ ভাগ কথা বলত উর্দুতে। তারপরও কেবল বাঙালীকে তুচ্ছ করতে, পূর্ব বাংলাকে শোষণ করার লক্ষ্যে, উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব তোলা হয়। এ প্রস্তাবের বিপক্ষে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তীব্র প্রতিবাদ করে পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলেন, "বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা হলে তা হবে পূর্ববাংলার মানুষের জন্য গণহত্যার শামিল।" তা সত্ত্বেও উর্দুর সপক্ষে নয়া উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী শাসকবর্গ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পঙ্গু, বিকৃত ও ধ্বংশ করার চক্রান্তে মেতে উঠে।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হলে, সরকারি ভাষা হিসাবে শুধু উর্দু ও ইংরেজী ব্যবহারের প্রতিবাদে, পূর্ব বাংলার কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি উর্দু ও ইংরেজীর সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি ওই প্রস্তাবের উপর আলোচনা ও প্রবল বিতর্ক হয় এবং তা অগ্রাহ্য হয়। উর্দুকেই করা হয় পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এর প্রতিবাদে ঢাকার ছাত্রবৃন্দ ২৬ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালন করে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ছাত্রসমাজ আন্দোলনের কর্মসূচী হিসাবে ১১ মার্চ সারা পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট পালন করে। সেদিন পুলিশের লাঠিচার্জে বহুসংখ্যক ছাত্র আহত হয়। ১৭ মার্চ ছাত্ররা পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সভাকক্ষের দিকে মিছিল নিয়ে গেলে, পুলিশ লাঠিচার্জ ও ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কিন্তু আন্দোলন ক্রমে জোরদার হয় এবং ছাত্র-জনতার সম্পৃক্ততায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ ঢাকা সফরে আসেন। ২১ মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনায় জিন্নাহ্ ঘোষণা করেন যে, "উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, অন্য কোন ভাষা নয়।" ছাত্ররা তখনই "নো" "নো" ধ্বনি তুলে, জিন্নাহ্র ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে। তিন দিন পর ২৪ মার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ্ একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে উপস্থিত গ্রাজুয়েটগণ না না ধ্বনি উচ্চারণ করে জিন্নাহ্র কথার তীব্র প্রতিবাদ জানান। ঐ দিনই রাষ্ট্রভাষা পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে গভর্নর জেনারেলকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ১১ মার্চ "রাষ্ট্রভাষা দিবস" হিসাবে পালিত হতে থাকে। ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান বাংলা বর্ণমালা পরিবর্তন করে তার জায়গায় আরবী হরফ

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

চালু করার পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় এসে পল্টনের জনসভায়, জিন্নাহ্‌র মতই ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ জানুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ গঠিত হয়; ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত সফল ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন। সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে – একসঙ্গে চার জনের বেশি লোকের সমাবেশ, মিছিল, সভা ও সব রকম শোভাযাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ছাত্রছাত্রীরা ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল দশটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সমবেত হয় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে – মিছিল নিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে অধিবেশনরত প্রাদেশিক পরিষদের দিকে অগ্রসর হয়। অত্যন্ত উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে পুলিশ প্রথমে পাইকারী গ্রেফতার, কাদুনে গ্যাস ব্যবহার, লাঠিচার্জ এবং পরে গুলিবর্ষণ শুরু করে। গুলিতে ঘটনাস্থলেই জব্বার, রফিক, বরকত, সালাম সহ অনেকে শহীদ হন এবং বহু আহত হয়। এ সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে সারা দেশের মানুষ ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে। ২১ ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২২ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির মর্মান্তিক ঘটনার পর ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে ছাত্রদের তাৎক্ষণিক চিন্তার ফলে এক রাতের মধ্যে শহীদ মিনার গড়ে তোলা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন। ঐ দিন সন্ধ্যায় পুলিশ শহীদ মিনার ভেঙ্গে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়।

ভাষা আন্দোলনের জের ধরে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটিয়ে, পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। ১৯৫৪ সালের ৯ মে পাকিস্তান গণপরিষদ, উর্দু এবং বাংলা উভয় ভাষাকেই পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে, যা ১৯৫৬ সালের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি এক সরকারি আদেশ বলে ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। কিন্তু ১৯৫৯ সালে আইউব খানের সামরিক সরকার ২১ ফেব্রুয়ারির সরকারি ছুটি বাতিল করে দেয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর ২১ ফেব্রুয়ারির ছুটি পুনঃ প্রবর্তন করা হয়।

১৭৫৭ সালে পালাশীর প্রান্তরে পরাজিত বাঙালি, ১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহে পর্যদুস্ত বাঙালি; ওয়াহাবী, ফরায়জী, ফকির বিদ্রোহে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে লড়ে লড়ে পোড় খাওয়া বাঙালি; ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে খুঁজে পায় জাতীয়তায় নিজস্ব শেকড়ের সন্ধান। উন্মেষ ঘটে বাঙালি জাতিয়তাবাদের – আসে জাগরণ। আর এই নবজাগরণের উত্তাল তরঙ্গে ধ্বস নামে ঔপনিবেশিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের। মহান একুশের পথ ধরে ১৯৭১ সালে এক রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় আমাদের সুমহান স্বাধীনতা। বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয় একটি নতুন রাষ্ট্র, একটি নতুন পতাকা।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে, বাঙালির ভাষা সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক সম্মান ও স্বীকৃতি প্রদান করে। তখন থেকে বিশ্বের দুই শতাধিক দেশে ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালিত হয়ে চলেছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে বাংলার ছাত্রজনতা নিজেদের মাতৃভাষার দাবিতে রাজপথে রক্ত ঝরিয়েছিল, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল, স্বৈরাচারী, শোষণলিপ্সু শাসকবর্গের বুলেটের আঘাতে – সে ইতিহাস সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে। ইহা বাংলা ভাষার ও বাঙালির জন্য অত্যন্ত গর্বের, গৌরবের।

(নিবন্ধের তথ্যাবলী আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বিভিন্ন রচনা থেকে গৃহীত।)

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.